কষ্টিপাথর-৩

কাঠগড়া

ডা. শামসুল আরেফীন

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূ চি প ত্র

চ্যালেঞ্জ /১০
কীমাশ্চর্যম / ১৩
ঘটনা কী? / ১৯
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে / ২০
বিপদটা কোথায়? / ২৪
সমস্যা ১: নগদে পল্টি / ২৪

পর্ব ১

ধর্ম ও বিজ্ঞান ২৭

ধর্ম কী? / ২৭
ঈমানের সাথে যুক্তি-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক / ২৮
ঈমানের ভিত্তি: রিসালাত ও মু'জিযা / ২৮
গায়েবের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস / ৩৪
বিধিবিধানের ওপর বিশ্বাস / ৩৫
বিধানের সাথে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক / ৩৭
পার্থক্য / ৩৯

ফলে কী হল? ৪৩

বিজ্ঞানের জন্ম: ইলমুত তাজরিবা / ৪৩
চিকিৎসা বিদ্যায় মুসলিম অবদান / ৪৯
গণিতশাস্ত্রে মুসলিম অবদান / ৫৫

জ্ঞানের হাতবদল ৬০

ইউরোপের অবস্থা / ৬০
হাতবদল / ৬১
ঘটনা প্রবাহ / ৭৬

সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ- পশ্চিমা বিজ্ঞানের রেললাইন / ৮৩
সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ / ৮৬
সমস্যা ৪: পুতুলনাচ / ৮৯
বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে? / ৯৬

পর্ব ২

গোড়া কেটে আগায় পানি / ১০২
শয়নে-স্বপনে / ১০৪
মধু / ১০৭
কালোজিরা / ১১৭
সুরমা / ১২৬
আর্লি বেড আর্লি রাইজ / ১৩১
রেশমের কাপড় / ১৩৮
খৎনা / ১৪৪
নারীর খৎনা / ১৪৮
হিজামা (cupping) / ১৫১

এখন করণীয় কী? / ১৫৯
বিজ্ঞানী তৈরি করাই কি সমাধান? / ১৬১
রিসার্চ ও আর্টিকেল রেফারেন্স / ১৬৭

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আস-সলাতু ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযাতের তাওফীকে আপনাদের হাতে কষ্টিপাথর সিরিজের ৩য় বই 'কাঠগড়া'। সিরিজে কোনো ধারাবাহিক আলোচনা নেই যে, একের আগে তিন পড়া যাবে না। বা দুই পড়ে নিয়ে তিন পড়তে হবে—এমন না। ১,২,৩ সংখ্যাগুলো এজন্য দেওয়া, যাতে এই পুরো সিরিজটা পড়লে (ধারাবাহিকই হোক কিংবা এলোমেলো) পাঠকের সামনে সামগ্রিক একটা চিত্র ভাসবে। আরেকটা ইচ্ছে আছে, মৃত্যুর পর যেন পাঠকের সুবিধার্থে 'কষ্টিপাথর-সমগ্র' বের করা যায়, এজন্য একই জাতীয় আলোচনাগুলো এভাবে মার্ক দিয়ে রাখা।

গেল বছর 'বিজ্ঞানের দর্শন' (philosophy of science) নিয়ে বিদেশি ইউনিভার্সিটির দুয়েকটা অনলাইন কোর্স করার সুযোগ হলো। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, পুরোটা ছাত্রজীবন ঘাড় গুঁজে বিজ্ঞান পড়েও আমি আসলে জানিই না বিজ্ঞান কী, এর উদ্দেশ্য কী, কীভাবে বিজ্ঞান কাজ করে। এর চেয়ে আফসোসের আর কী হতে পারে যে, এ-প্লাস পাওয়া লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জানেই না বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান কী বলতে চায়? আমরা জানিই না 'বিজ্ঞানের ইতিহাস'। ফলে বিজ্ঞানপড়ুয়াদের মাঝে বিজ্ঞান নিয়ে একটা ফ্যান্টাসির জন্ম হয়। মজার ব্যাপার হলো, এই ফ্যান্টাসি আরও জোরালো তাদের মাঝে যারা বিজ্ঞানপড়ুয়া নন। যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় সে কথাগুলোই লেখার চেষ্টা করেছি।

আরও দেখলাম, আমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিজ্ঞানলেখক আর সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞানবাজ গ্রুপগুলো বিজ্ঞানের নামে যা গেলাচ্ছে, তা যতটা না পর্যবেক্ষণযোগ্য বিজ্ঞান, তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞান-বহির্ভূত দর্শন। এদের বিজ্ঞান বোঝা আর পশ্চিমা একাডেমিক বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের বিজ্ঞান বোঝার মাঝে আসমান-জমিন ফারাক। 'বিজ্ঞান' ইস্যুতে এঁরা চূড়ান্ত অসততার পরিচয় দিয়েছেন।

কিছু জিনিস পীড়া দেয় সব মুসলিমকেই। মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আমরা ছিলাম। আজ সেই সম্পদ ইউরোপ-আমেরিকার হাতে। যদি ধর্মের সাথে বিজ্ঞান সাংঘর্ষিকই হবে তাহলে ইসলামের শুদ্ধতার যুগেই কেন এলো বিজ্ঞান? আর সে মানিক গেলোই বা কীভাবে পরের হাতে? এই হাতবদলের গল্পটা নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল, আলহামদুলিল্লাহ মিটেছে।

যদি ধর্মে যুক্তি-পর্যবেক্ষণের কোনো স্থান না-ই থাকে, তবে কেন কুরআনে বার বার দেখার

তাগিদ, দিমাগ খাটানোর তাগিদ? তার মানে ইসলাম আর ধর্মের মাঝে কোনো বিরাট পার্থক্য আছে, যা বার বার মিস হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম ছিল 'বিজ্ঞানের কারণ'; কীভাবে—সেই আলাপ উঠে এসেছে। মধ্যযুগে মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞানের লেভেল কেমন ছিল, সেটা আমার মতো করে সাজিয়েছি, যতটুকু আমি বুঝি। এই অবদানগুলোর কথা সব ধরনের পাঠকদের জন্য নানান বইয়ে রয়েছে, যেমন শাইখ মুসা আল হাফিজ সাহেবের 'সহস্রাব্দের ঋণ' বইটির প্রতি আমি ব্যাপকভাবে ঋণী। কিন্তু বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র হিসেবে আমার দরকার ছিল আরেকটু বেশি—আধুনিক বিজ্ঞানের নজরে তাদের অবদানগুলো দেখা। চিকিৎসাবিদ্যা আর গণিত-ই আলোচনায় রেখেছি, কেননা এই দুই ফিল্ডে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান যে কত বড়, তা বুঝেছি। জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন টার্মগুলো বুঝি না বলে আনিনি। তবে মনে রাখার বিষয়, এই-ই সবটুকু নয়, স্রেফ ইসলাম যে জ্ঞানের সূচনা করেছিল, তার লেভেল বোঝানোর জন্য।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ডা. রাফান আহমেদের প্রতি। এক, নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও এই বইটি সম্পাদনা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য। আর দুই, সময়ের দাবি পূরণে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। তাঁর রচিত 'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা', 'অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়', 'হোমো স্যাপিয়েন্স: রিটেলিং আওয়ার স্টোরি', 'ইউভাল হারারি: পাঠ ও মূল্যায়ন (পশ্চিমা একাডেমিকদের চোখে)' এবং 'ভাবনার মোহনায়' নিঃসন্দেহে সময়ের দাবি। একটি বিশেষ মহল থেকে বিজ্ঞানের একচেটিয়া ডিলারশীপের দাবির বিপরীতে রাফান আহমেদ বিজ্ঞানের প্রকৃত অনুধাবনের ডাক দিয়ে চলেছেন। আল্লাহ তাঁকে আরও তাওফীক দিন। আমীন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আরমান ফিরমান ভাইয়ের গবেষণামূলক লেখাগুলো থেকেও আমি যারপরনাই উপকৃত হয়েছি। সুখের কথা, অচিরেই ভাইয়ের লেখাগুলো বই আকারে আসছে ইন শা আল্লাহ। বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে ভাইয়ের গভীর পর্যালোচনাগুলো বাংলাভাষীদের সামনে খুলে ধরবে নতুন দিগন্ত। তবে রাফান আহমেদ ও আরমান ভাইয়ের লেখা থেকে যতটুকু গ্রহণ করেছি, তা মূল রেফারেন্সে গিয়ে চেক করে নিয়েছি এবং মূল রেফারেন্সই উল্লেখ করেছি।

বিজ্ঞানের পুরো ইতিহাস ও দর্শন আলোচনা শেষে স্বাভাবিকভাবেই 'এখন করণীয়' নিয়ে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। সেগুলো পাঠকের খিদমতে পেশ করেছি নিদারুণ অযোগ্যতায়। হয়তো যোগ্য কেউ কোনোদিন পড়বেন, শুরু হয়ে যাবে কাজ। আবার বিজ্ঞান হবে আমাদের ইন শা আল্লাহ। পথে নামলেই না পথ ফুরোয়, তার আগে পথ চিনতে তো হবে, নাকি?

ডা. শামসুল আরেফীন
১৬ মার্চ, ২০২১ খ্রি:

পর্ব ১

চ্যালেঞ্জ
কীমাশ্চর্যম
ঘটনা কী?
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে
বিপদটা কোথায়?
সমস্যা ১: নগদে পল্টি

ধর্ম ও বিজ্ঞান
ফলে কী হলো? বিজ্ঞানের জন্ম
জ্ঞানের হাতবদল
সমস্যা ২: পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদ
সমস্যা ৩: বিজ্ঞানবাদ
সমস্যা ৪: পুতুলনাচ
বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে কী হবে?

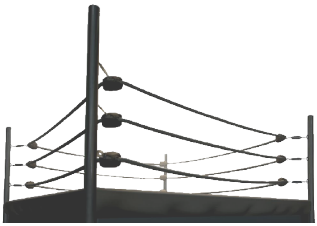

চ্যালেঞ্জ

সব নবিকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য 'মু'জিযা' দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা। কোনো ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হয়, যদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা সত্যায়িত করে দেন যে, এটা অরিজিনালটারই ফটোকপি, আমি স্বাক্ষরকারী অরিজিনালটা দেখেছি। তেমনি নবিদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য, পাবলিকের সন্দেহ-সংশয় নিরসনের জন্য দেওয়া হতো মু'জিযা, যে ইনিই আল্লাহর সত্যায়িত বার্তাবাহক। সত্যসন্ধানীরা আল্লাহর তাওফীকে চট করে বুঝে যেত, যে ইনিই নবি। যেমন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর আজদাহা সাপটা যখন জাদুকরদের ভাঁওতাবাজিগুলোকে গিলে নিল, জাদুকররা সাথে সাথে বুঝে নিল ঘটনা কী। আর হতভাগারা তা বুঝেও হঠকারিতা করত। মু'জিযা দেখার পরও সেই মু'জিযার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করাতো; নবিকে বলত কবি-জাদুকর-পাগল-জিনে পাওয়া। নবিরা বলতেন, এই দেখো, এই আমার মু'জিযা, এই অলৌকিক ক্ষমতা আমার নিজের না; আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবি। আর মানুষের কথা ছিল, আপনি নবি ছাড়া আর সবকিছু, প্লিজ বইলেন না আপনি নবি। আপনি নবি– কেবল এইটুকু আমরা শুনতে চাই না, জানতেও চাই না। নবি মেনে নিলেই আপনার আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আইন-কানুন মানতে হবে, আপনার বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে হবে[১], জুলুম-অত্যাচারের যে ব্যবস্থাপনা আমরা সাজিয়েছি, সেটা ত্যাগ করে আয়েশ-খ্যাতি-ভোগের জীবন বিসর্জন দিতে হবে। সুতরাং 'আপনি নবি', এইটুকু ছাড়া আর যা বলবেন মেনে নেবো। আর যে মু'জিযা দেখালেন এটার ঐ ব্যাখ্যা আমরা করব না, যা আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য করে, বরং ঐ ব্যাখ্যাই করব যা আমাদের মগজে ধরে, অভিজ্ঞতায় আসে। একদল মুশরিক হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে নবিজি আঙুল ইশারা করলেন, আর চাঁদ ভেঙে এক খণ্ড এদিকে আরেক খণ্ড ওদিকে সরে যাচ্ছে। তারপরও বলেছে,

---

[১]আবূ জাহ্‌ল নবিজি চলে গেলে মুগীরা ইবনু শু'বা-এর দিকে চেয়ে বলল: 'খোদার কসম আমি জানি, তিনি যা বলছেন তা সত্য কথা। কিন্তু তাঁর কথা আমি এজন্য মানতে পারছি না কারণ তিনি কুসাই গোত্রের। কুসাইরা কাবার মুতাওয়াল্লি হয়েছে, হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান পেয়েছে, পরামর্শ মজলিসের ব্যবস্থাপনার গৌরবও তাদের, যুদ্ধে ঝাণ্ডা বহনের ইযযতও তারা নিয়েছে। এখন মেহমানদারিতে আমরা কোনোমতে তাদের সমকক্ষ হয়েছি; আর এদিকে তারা আবার দাবি করছে তাদের ভেতর একজন নবি হয়েছে। খোদার কসম, আমি এটা জীবনেও মানব না।' [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া সূত্রে হায়াতুস সাহাবা, ১/১১১।]

বাহ মুহাম্মাদ বাহ, অস্থির জাদু দেখালে। জাদুতে মোহাচ্ছন্ন করে ভোজবাজি দেখানো যায় আমরা জানি। যেহেতু আপনাকে নবি হিসেবে মেনে নিলে বেশ সমস্যা, অতএব আপনি জাদুকর। আসলে যার হয় না ৯-তে, তার হয় না ৯০-তে।

তো মু'জিযার[২] কথা বলছিলাম। যেমন ধরেন-

- মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল লাঠিটা ছেড়ে দিলে বিকট অজগর সাপ হতো, আবার ধরে নিলে হয়ে যেত লাঠি। আরেকটা ছিল, বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলে হাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো, আবার ঢুকিয়ে নিলে নাই হয়ে যেত।
- ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল হাত বুলিয়ে দিলে অন্ধ-কুষ্ঠ ভালো হয়ে যেত, মাটির পাখি বানিয়ে হাত বুলিয়ে দিলে জীবিত হয়ে উড়ে যেত।
- দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মু'জিযা ছিল, আমরা যেমন কাদামাটি দিয়ে পাতিল বানাই, উনি লোহা ধরলে ওরকম নরম হয়ে যেত।

আমাদের নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিযা কী ছিল? আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> "প্রত্যেক নবিকে 'তাঁর যুগের প্রয়োজন মোতাবেক' কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মু'জিযা দেওয়া হয়েছে তা হলো— আমার ওপর নাযিলকৃত ওহি।"[৩]

কুরআন আমাদের নবির মু'জিযা? কুরআন আবার কেমন মু'জিযা হলো? অন্য মু'জিযাগুলোর সাথে মিলল না তো। আচ্ছা।

মু'জিযা শব্দটি এসেছে আরবি عَجَزَ থেকে। এর অর্থ হলো cripple (পঙ্গু করা); defeat (পরাস্ত করা); disable (অক্ষম করা); frustrate (হতাশ করা); incapacitate (ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া); make it impossible (অসম্ভব করে দেওয়া)। তাহলে মু'জিযা হচ্ছে যা হয়রান করে দেয়, হতভম্ব করে দেয় এতটাই যেন অবশ হয়ে যায় দেহ-মন[৪], বোধবুদ্ধিকে কেড়ে নেয়, চিন্তাকে পঙ্গু করে দেয়, যুক্তিকে পরাস্ত করে দেয়, মানুষ হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, কুরআন হতভম্ব করে দেবে সংশয়ীকে বা অবিশ্বাসীকে, যে সত্য খোঁজে এমন কাউকে।

---

[২] মিরাকল/মু'জিযা ontologically possible (অস্তিত্বগতভাবে সম্ভব) এবং epistemically justifiable (জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে যুক্তিগ্রাহ্য)। অনেকে ভাবেন, এটা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা ভুল ধারণা। [সম্পাদক]

[৩] বুখারি, ৪৯৮১।

[৪] https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/عجز/

এখন আসেন, হতবাক মানুষ কখন হয়? বিস্ময়ে। সাধারণ সচরাচর কোনো জিনিস আমাদের বিস্মিত করে না। যা আমি জানি, যা আমি নিজেই পারি, তা আমার কাছে 'এ আর এমন কী'। 'মামুলি কিছু' বিস্ময় জাগায় না। বিস্ময় তখনই আসে যখন কোনোকিছু আমার সাধ্য, আমার অভিজ্ঞতা বা কল্পনার সীমাকে ছাপিয়ে যায়। আমার সামর্থ্যকে যা চ্যালেঞ্জ করে, তার প্রতি আমি বিস্মিত হই- আরিব্বাস রে! কী দারুণ। কুরআনের মুখোমুখি যারা প্রথম হয়েছিল, তারা ছিল জাতিতে আরব। কাব্য ছিল তাদের রক্তে। কাব্য ছিল তাদের বিনোদন, তাদের গণমাধ্যম, তাদের ইতিহাস আর্কাইভ, তাদের মোটিভেশনাল স্পীচ। কাব্যই ছিল তাদের বংশগৌরবের বিষয়- 'অমুক কবি আমাদের বংশের'। যুদ্ধের কবিতা, প্রেমের কবিতা, আটপৌরে জীবনের কবিতা, পূর্বপুরুষের স্তুতিমূলক জাতীয়তাবাদী গোত্রবাদী কবিতা। তাদের উৎকর্ষ, অহমিকা, সাধনা এই কবিতা; যেমন আজকে আমাদের বিজ্ঞান। কুরআন এসেই তাদের উৎকর্ষ যে কবিমানস, সেটা ধরে নাড়া দিল, ছুড়ে দিল চ্যালেঞ্জ-

- ➡ সামর্থ্য থাকে তো নিয়ে এসো এর কাছাকাছি কিছু; একটা কিতাব নিয়ে আসো এমন,[৫]
- ➡ আচ্ছা কমিয়ে দিলাম, ১০টা সূরা বানিয়ে আনো এমন [৬],
- ➡ না পারো তো একটা সূরা-ই নিয়ে এসো এমন,[৭]
- ➡ তাও না পারো এমন একটা আয়াতই বানিয়ে আনো দেখি।[৮]

একটা মাত্র আয়াত?! ৪০ বছর পর্যন্ত যে ইয়াতীম ছেলেটা আমাদের মাঝেই ঘুরে বেড়িয়েছে, আমাদেরই চোখের সামনে। কারও কাছে কবিতা শিখতে দেখলাম না, কখনও কবিতা চর্চা করতে দেখলাম না, শিক্ষাদীক্ষা নেই, লিখতে পড়তেও পারে না। বলা নেই কওয়া নেই, সেই ছেলেটা চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের? আমাদের! আমরা খাই কবিতা, ঘুমাই কবিতা, গায়ে দিই কবিতা, মুখ দিয়ে যা-ই বলি তাই হয়ে যায় কবিতা। আমাদের মাঝে আছে বড় বড় সব কবি, যারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। সেই আমাদেরকেই এই আনপড় ছেলেটা কিনা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে একটা আয়াত বানিয়ে আনার? সে যুগে কাব্যাভিমানী আরব জাতি কুরআনের এই চ্যালেঞ্জকে কীভাবে নিয়েছিল, জানতে মন চাচ্ছে, তাই না? চলুন বেড়িয়ে আসি ১৪০০ বছর আগের মক্কায়।

---

[৫] "বলো, যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৮।)

[৬] "নাকি তারা বলে, সে এটি রটনা করেছে? বলো, 'তাহলে তোমরা নিদেনপক্ষে দশটি সূরা বানিয়ে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হূদ, ১১ : ১৩।)

[৭] "বলো, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্য হয়ে থাকো।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৩৭-৩৮।)

[৮] "তারা কি বলে, সে এটা বানিয়ে বলছে? বরং তারা ঈমান আনে না। অতএব তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ একটি বাণী নিয়ে আসুক।" (সূরা তূর, ৫২ : ৩৩-৩৪।)

কীমাশ্চর্যম!!

২.১ এ কী করলেন শ্রেষ্ঠ কবি

মক্কায় ইসলামের ঘোর শত্রু আবূ জাহ্‌ল যেদিন 'সূরা কাওসার' পয়লা শুনল, নিজেই টাসকি খেয়ে গেল। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল- 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য'। কাব্যবোদ্ধা আরবদের নেতা, প্রথম শ্রবণেই বুঝে গেছে 'কাহিনি'। এরপরও কেন সে ইসলাম কবুল করেনি, সেই আলাপটা একটু পড়ে পাড়ছি। এখন যে আলাপটা করছি, সেটা হলো: কা'বার দরজায় টাঙানো ছিল বহুদিন ধরে শ্রেষ্ঠ ৭টি আরবি কবিতা, বলা হতো 'সাবআ মুআল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত সপ্তক'। যখন সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়, তখন এই ৭ জনের কেবল একজন বেঁচে আছে। আবূ জাহ্‌ল তার কাছে নিয়ে গেল 'সূরা কাওসার'। সূরা দেখে কবি বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল: 'সকল মহিমা প্রভুর জন্য, এটি মানুষের কথা হতে পারে না'। সে নিজে সেটা হাতে নিয়ে তখন কা'বায় গেল, নিজের কবিতাখানা সেখান থেকে নামিয়ে দিল, সূরা কাওসার লেখা কাগজটা সেখানে টাঙিয়ে দিল, আর নিচে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটি লাইন লিখে দিল: 'مَا هٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ'- এটা কোনো মানুষের কথা নয়'। [৯]

কাব্যে excellence অর্জনকারী ডাকসাইটে কবি হয়রান হয়ে গেল নিজের সামর্থ্যের অতীত, কল্পনার অতীত ভাষার কারুকাজ দেখে। তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল, যুক্তি লোপ পেল। কুরআন যে মু'জিযা আমাদের নবির। কুরআন কবিতার বই না, তারপরও কাব্যবোদ্ধারা অনুভব করেছে এর মু'জিযা, হয়েছে হয়রান-কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

২.২ ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা

বীর সিপাহসালার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। মক্কার অন্যতম ধনী, বার্ষিক আয় ১ কোটি গিনি। কা'বার গিলাফ এক বছর পুরো মক্কা মিলে দেয়, আরেক বছর ওয়ালীদ একা দেয়। বুইঝেন। তার মানে সে মক্কার মুরব্বিদের মধ্যে গণ্যমান্য, তার উপাধি 'রাইহানা কুরাইশ', নিজেকে সে বলত—'ওয়াহীদ ইবনুল ওয়াহীদ', এক পিসের বেটা এক পিস। একবার কুরাইশরা

---

[৯] 160 Miracles and Mysteries of the Quran, ডা. মাজহার কাজী, পৃষ্ঠা ২০১

গেল তার বাসায়:

— আবদু শামস! আবূ তালিবের ভাতিজার জ্বালায় তো পাগল হয়ে গেলাম। সে এগুলা কী পড়ে? এগুলা কি কাব্য, না জাদু, না বাকচাতুর্য? কিছুই তো বুঝতেসিনা।

— আচ্ছা, চলো তো দেখি। আমি নিজে শুনে দেখি।

— চলেন।

কুরাইশ গং এল নবিজি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে। ওয়ালীদ বলল:

— মুহাম্মদ! তোমার কিছু কবিতা আমাকে শোনাও তো।

— এগুলো কবিতা নয়। এগুলো আল্লাহর কালাম, যা দ্বারা তিনি ফেরেশতা আর নবিদের সম্মানিত করেছেন।

— শোনাও দেখি আমাকে।

নবিজি তিলওয়াত করলেন সূরা সাজদাহ্-র শুরু থেকে।

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে—

১. আলিফ-লাম-মীম

২. এ হলো অবতরণ, এমন কিতাবের যাতে কোনো সন্দেহ নেই; জগৎসমূহের কর্তৃত্বশীল প্রতিপালকের তরফ থেকে।

৩. তারা কি বলে: এটা সে (মুহাম্মাদ) রচনা করেছে?

৪. কক্ষনো না, বরং এটা আপনার রব থেকে আগত সেই পরমসত্য। যাতে আপনি এমন কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা (এর দ্বারা) পাবে সঠিক পথের দিশা।

৫. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, ছয় দিনে। এরপর আরশে কর্তৃত্বগ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিবর্তে তোমাদের আর কেউ নেই রক্ষা করার কিংবা সুপারিশ করবার। এরপরও করবে না উপদেশ গ্রহণ?

৬. তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন আসমান থেকে জমিন অব্দি সকল বিষয়। পরিশেষে সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। এমন একটি দিনে, যার সময়কাল তোমাদের হিসেবে হাজার বছরের সমান।

৭. এমনই তিনি। যিনি জানেন সকল গোপন ও প্রকাশ্য। আযীয, রহীম।"

নবিজি থামলেন। কেঁপে উঠল ওয়ালীদ। কুরাইশদের কোনো জবাব না শুনিয়ে হতভম্ব ওয়ালীদ ফিরে গেল নিজের বাসায়। কুরাইশরা বসে থেকে থেকে যখন কোনো খবরই পেল না, সবক'টা গেল আবূ জাহ্লের বাসায়—'ও আবুল হাকাম, আবদু শামস মনে হয় মুহাম্মাদের দ্বীনের দিকে ঝুঁকে গেছে। আর যে এল না কোনো খবর নিয়ে'। আবূ জাহ্লের মাথা নষ্ট, দৌড়ে গেল ওয়ালীদের বাড়িতে—

— চাচা! আপনে তো আমাদের ইজ্জত একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আমাদের মাথা এক্কেরে হেঁট করে দিলেন। আমাদের দুশমনদের খুশি করে দিলেন মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করে। কেমনে করলেন কামডা?

— আমি তার দ্বীন গ্রহণ করিনি। তবে আমি তার মুখ থেকে এমন ওজনদার কথা শুনে এসেছি, যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়।

— এটা কী কোনো ভাষণ-টাষণ?

— না, কোনো ভাষণ ছিল না এটা। ভাষণ তো লাগাতার কথা হয়। কিন্তু এটা এমন গদ্য, যার এক অংশ আরেক অংশের মতো না।

— এটা কী কোনো কবিতা ছিল?

— উহু, কবিতা না। **আমি আরবদের সব ধরনের কবিতা শুনে অভ্যস্ত। এটা কবিতাও না।**

— তাহলে কী এটা?

— আমি একটু ভেবে নিই দাঁড়াও।

পরদিন সকালে—

— ও আবদু শামস, কী খবরটবর। আমাদের প্রশ্নের কী জবাব?

— লোকেদের গিয়ে বলো—এটা জাদু। কেননা এটা হৃদয়কে একদম প্রভাবিত করে ফেলে।

হাজ্জের মৌসুম। কুরাইশদের চোখে ঘুম নেই। সারা আরব থেকে মানুষ আসবে। মুহাম্মাদের এসব অপূর্ব কথাবার্তা শুনলে তো তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। না জানি মুহাম্মাদের দল কত ভারী হয়ে যাবে। প্রধান নেতাদের নিয়ে কুরাইশরা বৈঠক ডাকল। সভায় সিদ্ধান্ত হলো: মক্কায় আগমনের সাথে সাথে হাজীদের কাছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা শুরু করতে হবে। তাদের মধ্যে প্রবীণতম হলো ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। সে বলল—

— ভালো কথা। তোমরা যদি মুহাম্মদের ব্যাপারে একেকজন একেক রকম কথা বলো, তাহলে কেউ বিশ্বাস-ই করবে না। তাই যাই বলব, সবাই একই কথা বলব। এবার ঠিক করো তারা জিগ্যেস করলে কী বলবা।

— আমরা বলব, সে একটা গণক।

— তা বলা ঠিক হবে না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমাদের গণকদের সম্বন্ধে জানা আছে। **গণকরা গুণ গুণ করে যে কথা আওড়ায়, যেসব কথা বানিয়ে বলে সে সবের সাথে কুরআনের সামান্যতম মিল নেই।**

— তাহলে... তাকে পাগল বলা হোক।

— সে তো পাগল নয়। আমরা পাগল লোকদের ব্যাপারে জানি। **পাগলা মাথাখারাপ লোক যে ধরনের আবোল তাবোল কথা বলে, উল্টাপাল্টা আচরণ করে মুহাম্মদের কথা-বার্তায় ও আচরণে তার রেশ মাত্র নেই। মুহাম্মদ যে বাণী পেশ করছে সে কথা শুনে কেউ বিশ্বাস করবে না যে তা পাগলের প্রলাপ বা জিনে ধরা মানুষের উক্তি।**

— তাহলে আমরা তাকে কবি বলি।

— 'সে কবি নয়। **আমরা সব রকমের কবি সম্পর্কে অবহিত। মুহাম্মদের মুখে উচ্চারিত কোনো বাণীর সাথে কবিতার সামান্যতম মিল নেই।**'

— 'তাহলে তাকে জাদুকর বলা হোক।'

— 'সে জাদুকরও নয়। জাদুকরদেরকে আমরা ভালো করে জানি। **জাদু দেখানোর জন্য তারা যেসব কাজ করে থাকে সে ব্যাপারেও তোমরা জানো। মুহাম্মদের ব্যাপারে এসব কথা খাটে না।** তোমরা এতক্ষণ তার ব্যাপারে যেসব বলার প্রস্তাব করেছ লোকেরা তা শুনে বিশ্বাস করবে না বরং অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, তাঁর উচ্চারিত বাণীতে রয়েছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এসব কালেমার শিকড় মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত আর এর শাখা-প্রশাখা খুবই ফলবান।'

— 'যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ সম্পর্কে কিছু না বলছো, ততক্ষণ পর্যন্ত কওমের লোকেরা তোমার প্রতি খুশি হবে না।'

— তাহলে আমাকে কিছু সময় ভাবতে দাও।

— অতঃপর সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বলল,

— 'মুহাম্মদ সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি জাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়।'

— 'বেশ বেশ, তাই হবে।

তারপর হাজ্জের সময় এলে সবাই মিলে পরিকল্পনা মোতাবেক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বহিরাগত হাজীদেরকে বলে বেড়াতে লাগল, 'এখানে একজন বড় জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। তার জাদু পরিবারের মধ্যে বিভেদ পয়দা করে। এ লোকটির ব্যাপারে আপনারা সাবধান থাকবেন।' [১০]

---

[১০] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/১৯৯২০১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/৩০১-৩০৩; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৮৮-১৮৯।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা গাফির/মুমিন পাঠ করছিলেন-

> “হা-মীম’। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তনস্থল।” (সূরা গাফির, ৪০ : ১-৩।)

শুরুর এই তিনটি আয়াত শুনেই এই ওয়ালীদ বলে উঠল...

> ‘আল্লাহর কসম আমি তার মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোনো মানুষের কালাম হতে পারে না এবং তা কোনো জিনেরও কালাম হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর শব্দ বিন্যাসে রয়েছে এক বিশেষ বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং এর ওপরে কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা কখনোই মানুষের কালাম নয়।’[১১]

২.৩ নাদর ইবনুল হারিস:

একবার কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিস নিজ গোত্রকে উদ্দেশ্য করে এক ভাষণ দেন। ভাষণটা একটু দেখি চলেন:

> ‘হে কুরাইশের জনগণ!
>
> আজ তোমরা এমন এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির শিকার, যার মুখোমুখি ইতিপূর্বে কখনও হওনি। মুহাম্মাদ ছিল তোমাদেরই বংশের একজন যুবক। তার স্বভাব ও চরিত্রগুণে তোমরা সকলে ছিলে মুগ্ধ। তাকে আপন গোত্রে সর্বাপেক্ষা সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি গণ্য করতে এবং মুখে মুখেও একথা বলতে। আজ যখন তার চুলে বার্ধক্যের আলামত দেখা দিতে শুরু করেছে, আর তিনি এক অসাধারণ কালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পেশ করছেন তখন তোমরা তাকে জাদুকর বলতে আরম্ভ করেছ।
>
> আল্লাহর কসম! তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি। তাদের চালচলন, কথাবার্তা, রীতি-রেওয়াজ সবই জেনেছি এবং বুঝেছি। তিনি মোটেই এদের মতো নন।
>
> কখনও তোমরা তাকে গণক বলছো। খোদার কসম! তিনি গণকও নন। আমি অনেক গণক দেখেছি। তাদের কথা শুনেছি। তাঁর কালামের সঙ্গে সেসবের কোনো মিল নেই।
>
> কখনও তাকে তোমরা কবি বলছো। আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ। (মুহাম্মাদের বাণী এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।)
>
> আবার কখনও তোমরা তাকে পাগল বলো। আল্লাহর কসম! তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি। ওদের এলোমেলো আবোল-তাবোল প্রলাপ শুনেছি। (এখানে এসবের কিছুই নেই।)

---

[১১] তাফসীরু কুরতুবি সূত্রে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সূরা মুদ্দাসসির এর তাফসীর।

হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা ব্যাপারটি উদারমনে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখো। কারণ আল্লাহর কসম, তোমরা এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছ।'[১২]

২.৪ উনাইস গিফারি:

সাহাবি আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার ভাই উনাইস একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে আমাকে সে বলে যে, 'মক্কায় একজন লোক আছেন। যিনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার ব্যাপারে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত কী?' ভাই বলল, 'কেউ তাকে কবি বলে। কেউ গণক বলে। আর কেউ বলে জাদুকর।'

আমার ভাই উনাইস নিজেই একজন ভালো কবি। (ভাগ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়েও তার বেশ জানাশোনা ছিল।) সে আমাকে বলল, 'আমি যতদূর চিন্তা করেছি, লোকজনের সবগুলো মতই অবাস্তব, ত্রুটিপূর্ণ। **তার কথাগুলো না কবিতা, না গণকের ভবিষ্যদ্বাণী, না পাগলের প্রলাপ; বরং আমার দৃষ্টিতে একে সত্যবাণী বলে মনে হয়েছে।'**[১৩]

২.৫ কায়েস ইবনু নুসাইবা

বানূ সুলাইম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। নাম কায়েস বিনু নুসাইবা। লোকটি রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলো। তার পবিত্র জবানে কুরআন তিলাওয়াত শুনল। এরপর রাসূলকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। রাসূল উত্তর প্রদান করলেন। লোকটি তখনই ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, '**আমি রোম-পারস্যের অগণিত সুসাহিত্যিক ও কথা-শিল্পীর বক্তব্য শুনেছি। অসংখ্য ভাগ্যগণকের কথা শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। জাদুকরদের কথাবার্তাও প্রায়ই শুনি। কিন্তু মুহাম্মাদের অসাধারণ বাণী আমি আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি।** তোমরা সকলে আমার কথা শোনো, সবাই তার আনুগত্য করে নাও।' এ দাওয়াতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার গোষ্ঠীর এক হাজার মানুষ মক্কাবিজয়ের সময় রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[১৪]

---

[১২] বাইহাকি, দালাইল, ২/২০১-২০২; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩২৭-৩২৮; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯।

[১৩] মুসলিম, ২৪৭৩-২৪৭৪; সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩।

[১৪] সুয়ূতি, আল-খাসাইসুল কুবরা, ১/১৯৩-১৯৪।

ঘটনাগুলো মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহিমাহুল্লাহ) রচিত আল-কুরআন : নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনন্য মু'জিযা ও নুবুওয়াতের প্রমাণ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া। মাসিক আল-কাউসার নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। এসকল ঘটনা আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

ঘটনা কী?

তাহলে কাহিনি কী আসলে? আরবের জাঁদরেল সব কবি, কাব্যবোদ্ধারা ভিরমি খাচ্ছে কেন? কী এমন আছে কুরআনে।

আরবি সাহিত্য মূলত দুই প্রকার হয়—পদ্য আর গদ্য। পদ্য বা কাব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য: ছন্দ (rhyme) আর মাত্রা (metre)। ছন্দ মানে তো বোঝেনই, একই অক্ষর দিয়ে শেষ হওয়া- অন্ত্যমিল। অবশ্য অন্ত্যমিল ছাড়াও ছন্দ হতে পারে। আর মাত্রা হলো, ছন্দ গণনার একক। যেমন: (বাঁশ+বা+গা+নের) এখানে ৪টি মাত্রা। আরবি কবিতায় এই মাত্রাকে বলে 'আল-বিহার' (সমুদ্র)। ছন্দে ছন্দে কাব্যের প্রবাহ বোঝাতে এমন বলা হয়। **আরবি কাব্যে ১৬ রকম বিহার আছে— তাওয়িল, বাসিত, ওয়াফির, কামিল, রাজস, খাফিফ, হাযাজ, মুত্তাকারিব, মুনসারিহ, মুকতাতাব, মাদিদ, মুজতাছ, খাবাব, রামিল, সারিয়া।** [১৫]

আরেক প্রকার আরবি সাহিত্য হলো গদ্য। গদ্য ২ প্রকার—গদ্যকাব্য (সায) আর সিধা গদ্য (মুরসাল)। গদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো—ইরাকে নিয়োগের পর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের প্রথম ভাষণ, আর প্রাক-ইসলামি যুগে বললে কুস ইবনু সাইদার রচনা। আর সিধা গদ্য মানে নর্মাল বক্তৃতা-টক্তৃতা যেভাবে দেয় আরকি। মজার ব্যাপার হলো, Louis Cheikho কর্তৃক সংকলিত[১৬] ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী সব আরবি কবিতাই এই ১৬ বিহারের কোনো-না-কোনো ফরম্যাটে পড়ে। কিন্তু কুরআন এগুলোর কোনোটাতেই পড়ে না। ব্রিটিশ ওরিয়েন্টালিস্ট Arthur J. Arberry বলছেন: *For the Koran is neither prose nor poetry, but a unique fusion of both.*[১৭] আবার একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি কুরাইশ নেতা নাদর ইবনুল হারিসের কথাটুকু: *'আল্লাহর শপথ! তিনি কবিও নন। আমি নিজে কবিতা ও কাব্যকুশলতার যাবতীয় বিদ্যা অর্জন*

---

[১৫] উস্তায আবদুর রহীম গ্রীন-এর আলোচনা থেকে নেওয়া। Joseph Smith –এর সাথে এক বিতর্কে উনি একটি বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন। আগ্রহীরা দেখতে পারেন। Lyall's book Translations Of Ancient Arabian Poetry. [C J Lyall, Translations Of Ancient Arabian Poetry, Chiefly Pre-Islamic, Williams & Norgate Ltd., London, 1930]

[১৬] Louis Cheikho, Shu'ara' 'al-Nasraniyah, 1890-1891, Beirut. Vol. 1: Qabla al-Islam and Vol. 2: Ba'da al-Islam

[১৭] A.J. Arberry, The Qur'an interpreted, London 1955, page 29.

করেছি। এর নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। খ্যাতনামা কবিদের পদ্যচরণ আমার মুখস্থ'। এজন্য তারা কুরআনের চ্যালেঞ্জ বুঝেছিল: **কুরআন তাদেরকে বলছে, এমন একটা আয়াত বানাতে যেটা না পদ্য, না গদ্যকাব্য, না ১৬ বিহারে পড়বে, আর না সেটা গণকের স্পীচের মত সরল গদ্য হবে। ফলে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি, 'ঝুলন্ত সপ্তক'-এ যার কবিতা টিকেছে, সেও হাল ছেড়ে দিল**—কীভাবে সম্ভব যাবতীয় সব ধরনের বাইরে গিয়ে কিছু বানানো। এটা কোনো মানুষের কম্মো?

এমনকি অমুসলিম আরবি ভাষাবিদ যারা, তারাও বিস্মিত। যদিও ইউরোপীয় প্রকৃতিবাদী দর্শন[১৮] তাদেরকে 'অতিপ্রাকৃত কিছুর অস্তিত্ব' স্বীকার করতে দেয় না, আগেই হিদায়েতের রাস্তা বন্ধ করে, কানে তুলো দিয়ে, চোখে ঠুলি নিয়ে গবেষণায় নামেন তাঁরা। সামনে আমরা দেখব, পশ্চিমা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' কীভাবে পথ চলে। সবকছুর বস্তুবাদী সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য পশ্চিমা গবেষকরাও কুরআনের ভাষাশৈলীতে মুগ্ধতা আটকে রাখতে পারেনি। প্রকৃতিবাদে 'বদ্ধমনা' বলে হয়তো বিস্ময় প্রকাশ করেননি, কিন্তু তলা দিয়ে মুগ্ধতাটুকু ঠিকই বেরিয়ে গেছে। প্রাচ্যবিদ H A R Gibb বলে ফেলেছেন:

> "'As a literary monument the Koran thus stands by itself, a production unique to the Arabic literature, having neither forerunners nor successors in its own idiom. ... and in forcing the High Arabic idiom into the expression of new ranges of thought the Koran develops a bold and strikingly effective rhetorical prose in which all the resources of syntactical modulation are exploited with great freedom and originality.'[১৯]

> "'সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললে কুরআনের সমতুল্য কিছু নেই, সে একাই। আরবি সাহিত্যে সে ইউনিক, বাগধারার ব্যবহারে যার আগে-পরে উদাহরণ নেই ... উচ্চমার্গের আরবি বাগধারাকে প্রয়োগ করে কুরআন বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর এর মাধ্যমে সে তৈরি করেছে দৃঢ় এবং আশ্চর্য প্রভাবধারী গদ্যালঙ্কার। যার মাঝে বাক্যগঠনের সকল রসদকে কাজে লাগানো হয়েছে স্বাধীনভাবে এবং মৌলিকত্বের সাথে।'

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে

তাহলে বুঝলাম, সপ্তম শতকে কুরআনকে 'ফেস করা' পয়লা জাতির গর্ব-অহংকার-উৎকর্ষ-সর্বোচ্চ পারদর্শিতা ছিল—কাব্য। বর্তমান যুগে কী বলেন তো? এখন মানবজাতির গর্ব-উৎকর্ষ কী? ভাবা হয় এখন আমাদের সর্বোচ্চ অর্জন হলো—বিজ্ঞান।

---

[১৮] সামনে বিস্তারিত আসছে।

[১৯] H A R Gibb, Arabic Literature - An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press, p. 36.